শহর ও জেলার খবর

জিএসটি-র ধাক্কা ওষুধ সরবরাহে

নারায়ণ দাস

জিএসটি-র ধাক্কা লাগল ওষুধ সরবরাহেও। শহর ও শহরতলির অনেক দোকানে বেশ কিছু জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। ওষুধের দাম এরপর কমবে না বাড়বে তা ওষুধ বিক্রেতারাও এই মুহূর্তে বলতে পারছেন না। তবে তাদের অভিযোগ, ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। কবেতক সরবরাহ স্বাভাবিক হবে তাও তারা বলতে পারছেন না।

শহরতলির অনেক ওষুধের দোকানে এইদিন বেশ ভিড় দেখা গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ দোকানে পাচ্ছেন না। একজন বললেন হাইপার টেনশন নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ওষুধ চিকিৎসকরা রোগীদের জন্য প্রেসক্রাইব করেন, তার মধ্যে অনেক ওষুধই পাওয়া যাচ্ছে না। কবেতক এইসব ওষুধ পাওয়া যাবে, তাও বিক্রেতারা বলতে পারছেন না— ফলে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ারও কোনও লক্ষণ নেই।

ওষুধ বিক্রেতারা এখন দামের ওপর ১০ শতাংশ হারে যে কম মূল্য নিতেন তা দেওয়াও এই জিএসটি-র নিয়মকানুনের ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে তারা জানান। সুতরাং একদিকে দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা, অপরদিকে মূল্যের ওপর এই সুবিধা পাওয়া যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়বেন।

অপরদিকে, ওষুধ বিক্রেতারা ছাড়াও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা জিএসটি-র নিয়মকানুন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও বাড়তির মুখে। সুতরাং সব মিলেই জিএসটি-র ধাক্কা শুরুতেই ভালো করেই লাগছে ব্যবসায়ী মহলে। সব চাইতে যেটা চরম অনিশ্চিত তা হল এই জিএসটি লাগু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ কী সুবিধা পাবেন, তাদের জীবনযাত্রা কতটা স্বাচ্ছন্দের হবে। আধার কার্ড নিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের এখনও শেষ হল না। আধার কার্ড লাগছে না এমন কোনও কাজ নেই। অথচ দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আধার কার্ড ইস্যু করা কেন্দ্রের দায়িত্ব। এখনও পশ্চিমবঙ্গের সব নাগরিকদের হাতে আধার কার্ড পৌঁছয়নি। অথচ আধার কার্ড যাদের নেই, তাদের যন্ত্রণারও শেষ নেই। আধার কার্ডের যন্ত্রণা যখন চলছে দেশজুড়ে, তখন প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিল দেশের মানুষকে আবার একটি দুর্ভোগের মধ্যে ফেলল। নোট বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষের কী সুবিধা হল, তাদের জীবনযাত্রা কতটা সুখের হল, তা এখনও অজানা— অজানা কত কালো টাকা উদ্ধার হল। অথচ নোট বাতিল দীর্ঘ চার-পাঁচ মাস সাধারণ মানুষকে চরম আর্থিক অসুবিধার মধ্যে রাখল। তারপর এই জিএসটি। এটা সাধারণ মানুষের কী ভালো করবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমবে, না যা আছে তাই থাকবে তাও বলা যাচ্ছে না। কিন্তু জিএসটি-র নাম করে কিছু সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে সে অভিযোগও ভুরিভুরি পাওয়া যাচ্ছে।

আয়কর সমস্যা সমাধানের সুলুক সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি— এদিন কলকাতায় আয়কর সমস্যা সমাধানের সুলুক সন্ধান নিয়ে 'হাউ টু হ্যান্ডেল ইনকাম ট্যাক্স প্রবলেম' নামে একটি পুস্তকের ২৬ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আয় কর ভবনের সভাগৃহে এই পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান আয়কর কমিশনার কে এল মাহেশ্বরী, লেখক নারায়ণ জৈন এবং দিলীপ লয়ালকা প্রমুখ।

চিকিৎসা নয়, ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন ডাক্তাররা

করিমের চিকিৎসায় গড়া হল মেডিকেল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি— চোখে ব্যান্ডেজ , বার দুয়েক বমিও হয়েছে। অস্ত্রোপচার হলেও এখনও সম্পূর্ণ স্থিতিশীল নয় ক্যানিং এর জীবনতলার বাসিন্দা করিম মোল্লার শারীরিক অবস্থা।

চোখে পেরেক ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে চোখের নার্ভ এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না চিকিৎসক মহল। সোমবার ফোন করে করিমের খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার খেলতে গিয়ে চোখে পেরেক গেঁথে যায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র করিম মোল্লার। অসুস্থ করিমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। অস্ত্রোপচার করে পেরেকটি বার করার বদলে চলতে থাকে রেফার পর্ব। শহরের নামকরা পাঁচটি হাসপাতাল ফিরিয়ে দেওয়ার পর কলকাতা এন আর এস হাসপাতালের সামনে অসুস্থ করিমকে নিয়ে বসে পড়ে তার পরিবার। এরপরই টনক নড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। সাততাড়াতাড়ি করিমকে ভর্তি করে করা হয় অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছে করিম? করিমের চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক সমীর ব্যানার্জী জানান, আপাতত করিমের অবস্থা স্থিতিশীল। তার চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড। করিমের দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হবে না বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। ৬ ফুট দূরত্বে রাখা জিনিসও করিম দেখতে পাচ্ছে বলে জানান ওই চিকিৎসক। পাশাপাশি চোখে পেরেক ঢুকে যাওয়ায় মাথাতে আঘাত লেগেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

কেন করিমের পরিবারকে ঘুরতে হল এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে!

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিষয়টির সম্পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ছয় সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড খতিয়ে দেখবেন কে বা কারা, কেন ভর্তি নিতে চায়নি করিমকে ।

সোমবার এন আর এস হাসপাতালের ডেপুটি সুপার দ্বৈপায়ন বিশ্বাস জানান, আপাতত করিমের অবস্থা স্থিতিশীল।

পুরো ঘটনায় কি বলছেন করিমের পরিবার!

অসুস্থ করিমকে নিয়ে ছুটে বেড়ানো ফজলুল হক জানান, এস এস কে এম হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর বাঙুর নিউরোলজিতে নিয়ে যাওয়া হয় করিমকে। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু এস এস কে এম থেকে ফিরিয়ে দেওয়া রোগীকে ভর্তি নিতে চায়নি মেডিকেল কলেজ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ক্ষুব্ধ ফজলুল আরও বলেন,এমনকি বেশ কিছু চিকিৎসক চিকিৎসা না করে ফোনে করিমের ছবি তুলতেই ব্যস্ত ছিলেন । সোমবার করিমের পরিবারকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাজিক বিদ্যা কাজে লাগিয়ে পকেট ফাঁক, ম্যাজিসিয়ান ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক দেখে অবাক না হওয়া মানুষের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। দর্শকের চোখের সামনে ম্যাজিসিয়ান কত রকম ম্যাজিক দেখান। বুদ্ধি দিয়ে তার কুলকিনারা করতে হিমশিম খায় সাধারণ মানুষ। বাংলায় পি সি সরকার কিংবা জুনিয়র পি সি সরকারের ম্যাজিক তো জগদ্বিখ্যাত। এখন ট্রেনে-বাসেও ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি রুটি-রোজগারের পথ বেছে নিয়েছেন অনেকে। কিন্তু তাই বলে ম্যাজিকের বিদ্যা কাজে লাগিয়ে কারও পকেট ফাঁক করা! এমনই এক ঘটনার কথা জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (ক্রাইম) বিশাল গর্গ।

কলকাতার কবরডাঙার বাসিন্দা দেবাশিস গিরিকে বোকা বানিয়ে তাঁর গলায় সোনার চেন, দামি মোবাইল সেট সহ পকেটে রাখা মানিব্যাগ হাতিয়ে নিয়েছে এক ঠগ ম্যাজিসিয়ান। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে রবিবার সোনারপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ম্যাজিসিয়ান সুবীর শেখকে। কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে দেবাশিস গিরিকে ২২ জুন বোকা বানিয়ে এই কাজ করে ধৃত ম্যাজিসিয়ান। নিজের আর্থিক সংকটের কথা জানিয়ে বেশ কিছু টাকা তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অনুরোধ করেন। ম্যাজিসিয়ান সুবীর শেখের কথায়, প্রায় সম্মোহিত হয়ে দেবাশিসবাবু তাঁর সঙ্গে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি এটিএম কাউন্টারে যান। এই এটিএম কাউন্টারে ঢোকার আগে হঠাৎ সংবিত ফিরে পেয়ে দেবাশিসবাবু আবিষ্কার করেন, তাঁর গলার চেন, মোবাইল ফোন ও এটিএম কার্ড সহ পকেটে রাখা মানিব্যাগ নেই! এই অবসরে সেখান থেকে চম্পট দেয় ম্যাজিসিয়ান। আর্থিক অনটনের কথা শুনে উপকার করতে গিয়ে নিজে সর্বস্বান্ত হবেন এমন কথা ভাবতেও পারেননি দেবাশিসবাবু। ম্যাজিসিয়ানকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তিনি শেষমেশ সমস্ত কথা জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখা ম্যাজিসিয়ান সুবীর ঘোষকে গ্রেফতার করে।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (ক্রাইম) বিশাল গর্গ বলেন, 'আদালতে তোলা হলে তাঁকে ২০ জুলাই অবধি পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনে ৩৭৯ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।'

আত্মঘাতী সারদার এজেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ জুলাই– মন্দিরবাজার পশ্চিম নীলাম্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা এক সময়ের সারদা এজেন্ট প্রদীপ গায়েনের (৩৮) ঝুলন্ত দেহ রবিবার রাতে শ্বশুরবাড়ির অদূরে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। সোমবার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর শেষ কাজ সম্পন্ন হয়। জানা গেল, সারদা কেলেঙ্কারির পরে প্রদীপবাবু পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আমানতকারীদের ভয়ে। আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে ঘুরে থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর চাপ আসছিল। এমনকি তাঁদের হুমকিও দেওয়া হয়। মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়েন প্রদীপবাবু। নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ফিরেই আত্মহত্যা করেন। সূত্রের খবর, ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা তিনি তুলেছিলেন। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেবার কোনও পথ ছিল না। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার তথাগত বসু সোমবার সন্ধায় জানান, সম্ভবত মানসিক অবসাদ থেকেই এই আত্মহত্যা।

আদালতের দ্বারস্থ বিক্রম, ২০ জুলাই শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি— মডেল সোনিকা সিংয়ের মৃত্যুর মামলায় এবার নগর দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জানালেন অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। এই ঘটনার আগে উচ্চ আদালতে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল আগেই। এরপর সোনিকার মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত অভিনেতাকে সাম্প্রতিক এক শপিংমলের সামনে থেকে গ্রেফতার করেন টালিগঞ্জ ও লালবাজারের তদন্তকারী অফিসাররা। এরপরেই এবার নগর দায়রা আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিক্রম। তিনি চাইছেন যাতে নগর দায়রা আদালত থেকে তিনি জামিন পান। কিন্তু অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় জামিন পাবেন কিনা, তা জানতে আরও ৭২ ঘণ্টা সময় লাগবে। কারণ, আগামী ২০ জুলাই নগর দায়রা আদালতে তাঁর আবেদনের শুনানি হবে।

তারকেশ্বর মন্দির যাওয়ার পথে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৭ জুলাই— তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা গেছে, মৃত যুবকের নম ধনঞ্জয় প্রসাদ (২২)। দমদম কাশিপুরের বাসিন্দা ধনঞ্জয় ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে যাওয়ার সময় মন্দিরের কিছুটা আগে লোকনাথ মন্দিরের কাছে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

বাঘাযতীন স্কুলে প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের যাদবপুর বাঘাযতীন হাইস্কুল তাদের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের প্রচেষ্টায় সোমবার এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোম-মঙ্গল দু'দিন ধরে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান চলবে বলে স্কুলের এক প্রাক্তনী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী নিশীথ চক্রবর্তী জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও বাঘাযতীন বিদ্যালয়ের সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অনিরুদ্ধ দেব, ডাক্তার জেনা দেব, প্রতিবিকাশ দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন প্রশান্ত দাস, হাপনা মান্ডি, উজ্জ্বল চন্দ, নন্দিনী ধর প্রমুখ। বৃক্ষরোপন করে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। স্কুলের চারপাশে বৃক্ষরোপন করা হয়।

চিন-ভারত সম্পর্ক সিপিএম আছে সিপিএমেই

নিজস্ব প্রতিনিধি— সিপিএম আছে সিপিএমেই। চীন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে ৫৫ বছর পরেও একই অবস্থানে তারা। ১৯৬২ চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ (যারা বর্তমানে সিপিএম) এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করেছিল ভারত সরকারকেই। দাবি করেছিল চিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সে কখনওই আগে আক্রমণ করতে পারে না। ভারত সরকারের উচিত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া। এবারও যখন ভুটানের 'ডোক লা' সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তখনও তাদের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য দায়ী করা হল ভারত সরকারকেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আলোচনাই যে একমাত্র পথ, তারও পুনরাবিত্তি করল তারা।

সিপিএমের ইংরেজি মুখপাত্র পিপলস ডেমোক্রেসির সম্পাদকীয়তে 'চিন-ভারত: কোনও বিকল্প পথ নেই, শুধু আলোচনা' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে মোদি সরকারের বিদেশনীতিকে দায়ী করে বলা হয়েছে, 'ডোক লা' নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত চুলকে ঘা করার মতো। 'ডোক লা' ভুটান-চিনের সীমান্ত অংশ। সেখানে আগ বাড়িয়ে ভারতীয় সেনা পাঠানোর বিষয়টি ভাবা দরকার ছিল সরকারের। আর তা ছাড়া ১৯৯৩ সালে দু'দেশের মধ্যে যে সীমান্ত শান্তি চুক্তি হয়, তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। সেই চুক্তি লঙ্ঘন করার মতো পরিস্থিতির দায় নেওয়া উচিত হচ্ছে না ভারত সরকারের। পাশাপাশি প্রতিবেদনে এও দাবি করা হয়, দলাই লামা প্রসঙ্গ থেকে আমেরিকার সঙ্গে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই প্রতিবেশী দু'দেশের সম্পর্ককে ক্রমশ অবনতির পথে ঠেলে দিয়েছে। মোদি সরকারের ভুল বিদেশনীতিই এর জন্য দায়ী।

'ডোক লা' নিয়ে শেষ কয়েকদিনে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে ভারত-চিন সম্পর্ক। ভারতের উপর চাপ বাড়াতে কাশ্মীর সীমান্তে সেনা পাঠানোর কথাও বলেছে চিন। এই পরিস্থিতিতে চাপে পড়ে সর্বদলীয় বৈঠক করে বিরোধীদেরও পরামর্শ চেয়েছে মোদি সরকার। সমস্ত দলই এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের পাশে থাকবে বলেও আশ্বস্ত করেছে বলেও জানা গিয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল সিপিএমও। কিন্তু তা সত্ত্বে এই পরিস্থিতির জন্য ভারত সরকার ও তার বিদেশনীতিকে দায়ী করে সিপিএমের প্রতিবেদন জাতীয় রাজনীতিতে মোদিকে চাপে রাখারই যে কৌশল, তা স্পষ্ট রাজনৈতিক মহলে। তবে শুধু দলীয় মুখপত্রেই নয়, সংসদের বাদল অধিবেশনেও যে ভারত-চিন সম্পর্ক ও 'ডোক লা' নিয়ে আলোচনা চাইবে সিপিএম, তা আগেই ট্যুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সেই আলোচনায় ভারতের আগ বাড়িয়ে ভুটানের জমি নিয়ে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার বিষয়টি নিয়েও যে তীব্র আক্রমণ শানাবে সিপিএম, সাংসদরা তা এই রিপোর্ট থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

স্টেশন বসছে সরকারি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে

বাসস্টপের আগাম খবর জানাতে এবার পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম ও এফএম

কৃশানু দে

সরকারি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে উঠেছেন। গন্তব্য অনেকটা দূরে। তবে সিটে তো বসে পড়লেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে আর কতগুলি স্টপেজ পেরুতে হবে তা ঠাহর করতে পারছেন না। কারণ, একেতে গিজগিজে ভিড় তার উপরে সে পথে এই প্রথমবার যাত্রা করছেন। অতএব কন্ডাক্টরমশাইয়ের শরণাপন্ন হতেই হল শেষ পর্যন্ত। 'দাদা স্টপেজ আসলে একটু নামিয়ে দেবেন।' অহরহ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেখা যায় যাত্রীদের। প্রসঙ্গত, শহরের হোক বা দূরপাল্লার বাস। অধিকাংশ সময় ঠাসা ভিড়ে পেছনে পড়ে যাওয়ায় বাস কোন জায়গায় পৌঁছল, অনেক ক্ষেত্রে তা বোঝা সম্ভব হয় না। তাই গন্তব্যের স্টপে আসলেও ভিড় ঠেলে বেরুতে বেগ পেতে হয় নিত্যযাত্রীদেরও। বহুক্ষেত্রে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবে অনেক সময় কন্ডাক্টররা হাঁক মারলে তবেই বোঝা যায় গন্তব্যের অবস্থান। তবে এবার থেকে এই চিরাচরিত দৃশ্য পাল্টাতে চলেছে বাংলার পরিবহণের মানচিত্র থেকে। কারণ গন্তব্যের আগাম খবর জানাতে পরিবহণ দফতর এবার থেকে রাজ্যে চলা ডব্লুবিটিসির ৩২৩টি সরকারি বাতানুকুল বাসে বসাতে চলেছে 'পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম' বা ঘোষণা যন্ত্র যা বর্তমানে মেট্রোয় বা রেলের বগিতে বসানো থাকে। তবে বাসের ক্ষেত্রে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা স্টপেজ আসার আগে ও পরের কোন স্টপেজ আসছে, তা আগেভাগে ঘোষণা করবে যাত্রীদের, যাতে তারা নামার আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে। শুধু তাই নয়, দূরপাল্লার সফররত যাত্রীদের। যাতে তারা নামার আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে। দূরপাল্লার সফররত যাত্রীদের একঘেয়েমি কাটাতে বসানো হচ্ছে এফএম স্টেশনও। যাতে মনের মতন গান, দেশ-বিদেশের খবর ছাড়াও ট্রাফিকের হালহকিকতের হদিশ পাবেন যাত্রীরা। পরিবহণ দফতরের এক কর্তা বলেন, ২৪ জুলাই পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। তবে এই সুবিধা আপাতত মিলবে সরকারি বাতানুকূল বাসে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সফল হলে সমস্ত সরকারি বাসে তা বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যেই বাতানুকূল বাসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ লাগানো শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই রকম উদ্যোগ কেন নেওয়া হল? এই প্রশ্নে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই পদক্ষেপ খুব প্রয়োজন ছিল। অধিকাংশ রাজ্যের বাসগুলিতে এই ঘোষকযন্ত্র রয়েছে। বাইরে থেকে শহরে আসা মানুষ অনেক সময় নিজের স্টপ গুলিয়ে ফেলেন। কোন বাসস্টপ আসছে তা আগে থেকে ঘোষণা করে দিলে উপকৃত হবেন যাত্রীরা। একই সঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে ঘোষকযন্ত্রে প্রচার করা হবে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি ছাড়াও তার সাফল্য। তথ্য অনুযায়ী পরিবহণ নিগমের (ডব্লুবিটিসির) অধীনে মোট ১২০০ বাস চলাচল করে। তার মধ্যে ৩২৩টি এসি বাস রয়েছে। পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, ঘোষক যন্ত্র ও এফএমের পরিষেবা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে ফেলেছে দফতর।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন স্বামী স্মরণানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি— রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যোলোতম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। এদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড়ে মঠের ট্রাস্টি বোর্ড ও পরিচালন পর্ষদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

স্বামী স্মরণানন্দ তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আনদামি গ্রামে ১৯২৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি মুম্বই আশ্রমের কার্যাবলি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিয়মিতভাবে সংযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে বাইশ বছর বয়সে মঠের সপ্তম সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে পাকাপাকিভাবে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের জন্য মঠে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করেন এবং ১৯৬০ সালে শঙ্করানন্দের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে স্বামী স্মরণানন্দ নাম গ্রহণ করেন। কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগ ও নৈনীতালের নিকট মায়াবতী কেন্দ্রের যাবতীয় কাজে তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশিত মঠের ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'এর সম্পাদনার কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে বেলুড় মঠ সংলগ্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন সাদাপিঠের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি শিক্ষার প্রসার ও গ্রাম কল্যাণ বিষয়ক কাজে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর ত্রাণ কাজে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরপর তাঁকে মঠের চেন্নাই কেন্দ্রের প্রধান করে পাঠানো হয়। তিনি ১৯৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর তিনি সারা বিশ্বে অবস্থিত কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রচার ও প্রসারে মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অনলসভাবে কাজ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচারে তিনি ক্লান্তিহীনভাবে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেছেন।

এসকেলেটর যন্ত্রণা, এখনও তিন দিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে মেট্রো যাত্রীদের, ২০ তারিখ সেফটি অডিট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— হাতের কড় গুনে আরও তিনদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে মেট্রো যাত্রীদের। তারপরেই মিলবে সুরাহা। কারণ, ২০ জুলাই এসকেলেটর সংক্রান্ত সেফটি অডিট রিপোর্ট জমা দেবে দায়ীত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। চলতি মাসেই কবিসুভাষ মেট্রো স্টেশনের এসকেলেটর উল্টো ঘুরতে শুরু করায় আহত হয়েছিলেন বেশ কিছু যাত্রী। ঘটনার পরই মেট্রো কর্তৃপক্ষ এসকেলেটর সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মেট্রোর জিএম বিশ্বেষ চৌবের নির্দেশে মেট্রোর স্টেশনগুলির এসকেলেটর সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। এতেই বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। কারণ, মেট্রোর অধিকাংশ বয়স্ক যাত্রীদের সিহি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। ফলে তাঁরা সমস্যায় পড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে সেফটি অডিট ধিরগতিতে চলায় যন্ত্রণা বাড়তে থাকে যাত্রীদের। পাশাপাশি গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয় অহরহ সিগনাল ফেলিওর। ফলে মেট্রো বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ার সমস্যা দেখা যায়। একইসঙ্গে শনি ও রবিবার মেট্রো স্টেশনে প্রয়োজনের তুলনায় কম কাউন্টার খোলায় দীর্ঘ সময় ধরে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ফলে ক্ষোভ বাড়ছিল যাত্রীদের। তাই অভিযোগের তির ছিল মেট্রোর দিকে। তবে এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারীক ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সেফটি অডিট চলার কারণেই এসকেলেটরগুলির সংস্কারের কাজকর্ম হচ্ছে। ২০ জুলাই এসকেলেটর সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে মেট্রো সিগনাল ফেলের বিষয় তিনি বলেন, একটি এক্সপার্ট দল গঠন করা হয়েছে তারা যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে গিয়ে সিগনাল ব্যবস্থা মেরামত করবে। আর যাত্রীদের লাইন এড়াতে স্মার্ট কার্ড ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়।

আইসিসি রাজ্যের উন্নয়নে সরকারি নীতি অনুসারী উদ্যোগে তৎপর

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আরপি -সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের রিটেল হেড শাশ্বত গোয়েঙ্কা। এদিন সংস্থার এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইসিসি সকল প্রকারের সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে নতুন সভাপতি জানান। তিনি জানান, আইসিসি ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধান প্রাকৃতিক তথা কৃষি উৎপাদনের এলাকা বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আইসিসি। এজন্য একটি এলাকাভিত্তিক ফোরাম গঠন করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। মূলত বাঁশ চাষের ওপর জোর দেওয়ার প্রাথমিক প্রস্তাবে সকলেই উৎসাহিত। কারণ এতে কাগজের উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে রাজীব সিং উপস্থিত ছিলেন।

বাধ